## ৪.৫. (ক) কার্যকারণবাদ (Theory of causation): স্বাভাববাদ ও যদৃচ্ছাবাদ (Svabhāvabāda and Ydricchāvāda)

সাধারণ বিশ্বাস অনুসারে, কার্যমাত্রই কারণ প্রসূত। যা উৎপন্ন হয় তা কার্য, আর যা নাহলে কার্যের উৎপত্তি হয় না তা ঐ কার্যের কারণ। কারণ হল কার্যের নিয়ত পূর্ববর্তী ঘটনা এবং তাদের মধ্যে যে সম্পর্ক তা অব্যভিচারী সম্পর্ক। জগতের সব কিছুই, ধূলিকণা থেকে নক্ষত্রমালা পর্যন্ত সব কিছুই এপ্রকার কার্যকারণ সম্বন্ধে আবদ্ধ।

কার্যকারণ সম্পর্কে উপরোক্ত অভিমত অস্বীকার করে চার্বাক বলেন যে, কারণ ও কার্যের মধ্যে যে সম্পর্ক তা অব্যভিচারী নয়, সব্যভিচারী—**কারণ ও কার্যের মধ্যে অনিবার্য বা আবশ্যিক সম্পর্ক বলে বাস্তবিক কিছু নেই।** চার্বাক কার্যকারণ নিয়মকে অলঙ্ঘ্য নিয়মরূপে গণ্য করেন না। আত্মপক্ষ সমর্থনের জন্য চার্বাকরা বলেন, কার্যকারণ নিয়মের দ্বারা জগতের বহুরূপতা বা বৈচিত্র্য এবং অসাম্য ব্যাখ্যা করা যায় না। জগতের বৈচিত্র্য ব্যাখ্যা করতে হলে কারণ ও কার্যের সম্বন্ধকে অব্যভিচারী বলার পরিবর্তে সব্যভিচারী বলতে হয়। অর্থাৎ বলতে হয় যে, একই কার্যের যেমন বিভিন্ন কারণ থাকতে পারে, তেমনি একই কারণ থেকে বিভিন্ন কার্য উৎপন্ন হতে পারে।

কার্যকারণবাদীদের অভিমত অনুসারে, কারণের যে গুণ তা উৎপন্ন কার্যকে আশ্রয় করে থাকে। এই অভিমতের বিরুদ্ধে চার্বাক বলেন, কারণের সব গুণই কার্যতে আশ্রিত থাকে না। পটরূপ কার্যের কারণ হল তন্তু, তন্তুবায়, তুরী বা মাকু। এখানে তন্তুর দেশব্যাপনগুণ (যতটা স্থান জুড়ে তন্তু থাকে) পটে আশ্রিত হলেও তন্তুবায় বা মাকুর দেশব্যাপনগুণ পটে আশ্রিত থাকে না। এখানে তন্তুবায়, মাকু, পটরূপ কার্যের কারণ হলেও ঐসব কারণের গুণ

কার্যকে আশ্রয় করে থাকে না—অর্থাৎ কার্যকারণ নিয়মের ব্যভিচার ঘটে। এইভাবে, ক্ষেত্রবিশেষে কারণ না থাকলেও কার্য উৎপন্ন হতে পারে, কখনো আকস্মিকভাবে আবার কখনো বস্তুস্বভাব থেকেও কার্য উৎপন্ন হতে পারে। অব্যভিচারী কার্যকারণ নিয়ম বলে বাস্তবিক কিছু নেই।

জগতের বৈচিত্র্য ব্যাখ্যার জন্য **চার্বাক কার্যকারণ নিয়মের পরিবর্তে বস্তুস্বভাবনিয়মের উল্লেখ করেন।** বস্তুর প্রতিনিয়ত শক্তিকেই চার্বাক **'স্বভাব'** বলেন। বস্তুর এই স্বভাব থেকেই জগদ্‌বৈচিত্র্যের উৎপত্তি, স্থিতি ও প্রলয় হয়। কিন্তু, স্বভাবনিয়মের কারণ কি? প্রশ্নোত্তরে চার্বাক বলেন, সব কার্যেরই যে কারণ থাকবে এমন নয়। কার্যকারণ সম্বন্ধ ব্যভিচারী এবং সেজন্য কারণ না থাকলেও কার্য ঘটতে পারে। বস্তুর স্বভাবনিয়মেই তা পরিবর্তিত হয়—স্বভাব নিয়মেই প্রাকৃতিক ঘটনা ঘটে। আগুন যে উষ্ণ, জল যে শীতল, আখ যে সুমিষ্ট, নিমপাতা যে তিক্ত, কাঁটা যে তীক্ষ্ণ, ময়ূর যে বিচিত্রবর্ণ—এসবের মূলে কোন কর্তা বা কারণ নেই, সেসবই স্বভাবনিয়মে ঘটে। স্বভাবের আর কোন নিয়ামক নেই। **স্বভাবই স্বভাবের কারণ।** সহজ কথায় জগদ্‌বৈচিত্র্যের মূলে হল স্বভাবনিয়ম।

**স্বভাববাদীদের আবার দুটি ভিন্নমত আছে।** একমতে, স্বভাবের অন্য কোন কারণ না থাকলেও স্বভাব জগদ্‌বৈচিত্র্যের কারণ। অন্য মতে, স্বভাবকেও জগদ্‌বৈচিত্র্যের কারণরূপে গণ্য করা হয় না। দ্বিতীয় মতের সমর্থকদের **'যদৃচ্ছাবাদী'** বা **'আকস্মিকতাবাদী'** বলা হয়। যদৃচ্ছাবাদী চার্বাক কার্যকারণসম্বন্ধকে সর্বৈব অস্বীকার করেন এবং স্বভাব নিয়মকেও জগদ্‌বৈচিত্র্যের কারণ বলেন না। মৃন্ময় ঘট তন্তু থেকে উৎপন্ন না হয়ে মৃত্তিকা থেকে উৎপন্ন হয় কেন? প্রশ্নোত্তরে প্রথম মতের সমর্থকরা (যারা স্বভাবকে জগদ্‌বৈচিত্র্যের কারণ বলেন, তাঁদের মতে) অপরিবর্তনীয় দ্রব্যস্বভাবকে 'কারণ' বলেন; দ্বিতীয় মতের সমর্থকরা অর্থাৎ যদৃচ্ছাবাদী চার্বাকরা স্বভাবনিয়মকে অস্বীকার করে 'আকস্মিকতার' উল্লেখ করেন।

## ৪.৫. (খ) জড়বাদ (Materialism)

চার্বাক জ্ঞানতত্ত্বের যৌক্তিক পরিণতি হল চার্বাক অধিবিদ্যা (Metaphysics)। অধিবিদ্যক আলোচনায় চার্বাক অধ্যাত্মবাদ খণ্ডন ক'রে জড়বাদ প্রতিষ্ঠা করেন। চার্বাক ছাড়া ভারতীয় দর্শনের অন্যান্য সম্প্রদায় অধ্যাত্মবাদী। 'অধ্যাত্মবাদ' বলতে বোঝায় সেই মতবাদ, যা ঈশ্বর, দেহাতিরিক্ত আত্মা, পরলোক, পুনর্জন্ম, কর্মবাদ প্রভৃতিকে বিশ্বাস করে এবং ক্ষেত্রবিশেষে এই জগৎকে ঈশ্বর-সৃষ্টরূপে গণ্য করে। বৌদ্ধ ও জৈন-দর্শন ঈশ্বর মানে না; আবার বৌদ্ধ-দর্শনে সনাতন আত্মার অস্তিত্বও স্বীকৃত নয়। তবু এদুটি দর্শন অধ্যাত্মবাদী দর্শন বলে গণ্য, কেননা এ-দুটি দর্শনে কর্মবাদ স্বীকৃত হয়েছে। কর্মবাদ অনুযায়ী জীব তার কৃতকর্ম অনুসারে ফলভোগ করে।

চার্বাক অধ্যাত্মবাদের তীব্র বিরোধী। চার্বাকরা ঈশ্বর মানেন না, দেহাতিরিক্ত আত্মা মানেন না, পরলোক, পুনর্জন্ম মানেন না এবং কর্মবাদেও বিশ্বাস করেন না। এদের না মানার বা বিশ্বাস না করার কারণ হল—চার্বাক মতে, প্রত্যক্ষই একমাত্র প্রমাণ। আমরা ইন্দ্রিয় প্রত্যক্ষে যা পাই, তা হল ক্ষিতি, অপ্ তেজঃ ও মরুৎ—এই চারটি ভূত বা জড় উপাদান। অন্যান্য দর্শনে, যেমন—ন্যায়-বৈশেষিক দর্শনে, ক্ষিতি, অপ্, তেজঃ মরুৎ ও ব্যোম এই পঞ্চভূতের উল্লেখ আছে। ব্যোম (আকাশ) অনুমানসিদ্ধ। চার্বাক অনুমান মানেন

না। এই কারণে **চার্বাক-দর্শনে পঞ্চভূতের পরিবর্তে চতুর্ভূতের উল্লেখ আছে।** চতুর্ভূতের স্থূল অণু থাকলেও পরমাণু নেই, কেননা পরমাণু প্রত্যক্ষগোচর নয়। চার্বাকদের অভিমত হল, চতুর্ভূতের প্রত্যক্ষগোচর স্থূল অণুর দ্বারাই জগতের যাবতীয় বস্তুর উৎপত্তি হয়েছে। ক্ষিতি, অপ্, তেজঃ ও মরুৎ—এই চারটি মহাভূতের স্থূল পরমাণু নিত্য ও অবিনশ্বর—এদের রূপান্তর আছে কিন্তু বিনাশ নেই।

**চার্বাকদের এই মতবাদ 'জড়বাদ' বা 'ভূতচতুষ্টবাদ'** নামে খ্যাত। মহাভূতচতুষ্টয় প্রত্যক্ষসিদ্ধ। মহাভূতচতুষ্টয়ের সংমিশ্রণে এই জগৎ এবং জগতের সকল কিছু।

**জগতের উৎপত্তি ব্যাখ্যা ঃ**

আমরা সাধারণত মনে করি, জড় উপাদানসমূহ নিজে নিজে পরস্পর সংযুক্ত হয়ে কোন কিছু সৃষ্টি করতে পারে না। জড় উপাদান থেকে কিছু উৎপন্ন হতে গেলে একজন চেতন-কর্তার প্রয়োজন হয়। কার্য মাত্রেরই একজন কর্তা অবশ্যই থাকে। মৃত্তিকা নিজে নিজেই ঘটে পরিণত হয় না। মৃত্তিকার সাহায্যে কুম্ভকার ঘট তৈরি করে। তন্তু নিজে নিজেই বস্ত্রে পরিণত হয় না। তন্তুবায় তন্তু থেকে বস্ত্র তৈরি করে। ঘট, পটের মতো জগৎও অনিত্য ও কার্য। জগৎ কার্য হলে তারও কারণ থাকবে। ন্যায় দর্শনে ঈশ্বরকে জগতের নিমিত্ত কারণ বা স্রষ্টা বলা হয়েছে। কিন্তু ঈশ্বর প্রত্যক্ষগ্রাহ্য নয় বলে চার্বাকরা ঈশ্বর মানেন না। চার্বাক মতে, কার্য মাত্রই কোন কারণরূপ কর্তার সৃষ্টি হবে, এমন নয়। **চার্বাকগণ কারণ ও কার্যের মধ্যে অনিবার্য সম্পর্ক আছে বলে মনে করেন না।** এই মতে নির্দিষ্ট কারণ থেকে নির্দিষ্ট কার্য ঘটবেই—এমন নয়। ভবিষ্যতের ঘটনা আমরা প্রত্যক্ষ করতে পারি না—ভবিষ্যতে কোন কারণ থেকে ভিন্ন প্রকার কার্যও ঘটতে পারে।

চার্বাক মতে, **স্বভাব-নিয়মই জগদ্‌বৈচিত্র্যের একমাত্র নিয়ামক।** 'স্বভাবঃ জগতঃ কারণম্। স্বভাববাদ এব জগদ্‌বৈচিত্র্যম্ উৎপদ্যতে। স্বভাবতঃ বিলয়ং যাতি। স্বভাব এব হেতুঃ। স্বাভাবিকং জগদিদম্।'[1] অর্থাৎ স্বভাব থেকেই বৈচিত্র্যময় জগতের উৎপত্তি, স্বভাবের জন্যই বস্তুসমূহের স্থিতি এবং স্বভাব নিয়মেই সেসবের বিলুপ্তি। স্বভাবই জগতের হেতু বা কারণ—এ ছাড়া অন্য কোন কার্য-কারণ সম্পর্ক নেই। প্রশ্ন হল—এই 'স্বভাব' বা 'স্বভাব-নিয়ম' বলতে কি বোঝায়? **পদার্থসমূহের প্রতিনিয়ত যে শক্তির প্রকাশ, তাকেই চার্বাকগণ 'স্বভাব' বলেছেন। ভূতচতুষ্টয়ের অন্তর্নিহিত এই শক্তির নিয়মই স্বভাব-নিয়ম।** এই স্বভাব-নিয়মেই চতুর্ভূতের স্থূল পরমাণু থেকে বৈচিত্র্যময় জগতের তথা চৈতন্যের উৎপত্তি হয়। মৃৎ-পদার্থের স্বভাবের জন্য মৃত্তিকা থেকে ঘট উৎপন্ন হয়; তন্তু পদার্থের স্বভাবের জন্য তন্তু থেকে পট উৎপন্ন হয়। দৃষ্ট পদার্থের দ্বারা কার্যের উৎপত্তিকে ব্যাখ্যা করা গেলে অদৃষ্ট ঈশ্বর অথবা কারণ-শক্তির স্বীকৃতি অনাবশ্যক। চার্বাক বলেন, দৃষ্ট মাতা-পিতার কামতৃপ্তি থেকেই প্রাণীদের উৎপত্তি—এমন ব্যাখ্যাই সঙ্গত—ঈশ্বরের বা অন্য কোন কারণের কল্পনা এক্ষেত্রে অনাবশ্যক।

সহজ কথায়, চার্বাক মতে, **বস্তুর স্বভাবই তার গতি ও প্রকৃতির কারণ।** অগ্নির উষ্ণতা, কণ্টকের তীক্ষ্ণতা, ইক্ষুর মধুরতা, নিম্বের (নিমপাতার) তিক্ততা, জলের শীতলতা ইত্যাদি কার্য কর্তা-সাপেক্ষ বা কারণ-সাপেক্ষ নয়। বস্তু তার স্বভাব-নিয়মে নিজ নিজ ধর্ম পায়।

---

... পৃঃ ১১১।

গ্রহ-নক্ষত্র, নদ-নদী, পাহাড়-পর্বত—জগতের সকল কিছুই চতুর্ভূতের স্বভাব-নিয়মে উৎপন্ন হয় এবং তাদের নিজ নিজ ধর্ম বা গুণ লাভ করে। চতুর্ভূত তাদের নিজ নিজ স্বভাববশেই পরস্পর সংযুক্ত হয়ে এই বৈচিত্র্যময় জগতের উদ্ভব ঘটিয়েছে। আবার স্বভাববশেই চতুর্ভূত পরস্পর থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে জগতের বিনাশ ঘটাবে। চার্বাকদের সার কথা হল—জগতের উৎপত্তির ব্যাপারে ঈশ্বরকে কল্পনা না করে জগতের উৎপত্তিকে স্বাভাবিকরূপে গ্রহণ করাই যুক্তিযুক্ত। বস্তুর স্বভাবই জগতের কারণ—'স্বভাবঃ জগতঃ কারণম্'। জগতের ব্যাখ্যায় চার্বাকদের এই অভিমতকে **'স্বভাববাদ'** বলা হয়।

চার্বাক স্বভাববাদের আবার দুটি প্রকার আছে—**নরমপন্থী মতবাদ ও চমরপন্থী মতবাদ। চরমপন্থী মতবাদকে 'যদৃচ্ছাবাদ' বলা হয়। নরমপন্থী স্বভাববাদে কার্য ও কারণের মধ্যে আবশ্যিক সম্পর্ক স্বীকৃত না হলেও স্বভাবের কারণতা স্বীকার করা হয়। চরমপন্থী স্বভাববাদে অর্থাৎ যদৃচ্ছাবাদে স্বভাবের কারণতাও অস্বীকৃত।**[১] যদৃচ্ছাবাদ অনুসারে, জগতের বৈচিত্র্যসৃষ্টি যদৃচ্ছিক (mere chance), আকস্মিক (accidental), অহেতুক (uncaused)। অগ্নির উষ্ণতা, জলের শীতলতা, রাজহংসের শুক্লতা, ময়ূরের বিচিত্রতা ইত্যাদি জাগতিক সকল কিছুই কর্তাবিহীন, কারণবিহীন, অহেতুক, আকস্মিক। নরমপন্থীদের মতে, জগৎ কার্য-কারণ নিয়মের অধীন না হলেও স্বভাব-নিয়মের অধীন। চরমপন্থী অর্থাৎ যদৃচ্ছাবাদীরা স্বভাব-নিয়মকেও অস্বীকার করে বলেন—বস্তুর উৎপত্তি আকস্মিক, স্থিতি আকস্মিক, বিলুপ্তিও আকস্মিক—চতুর্ভুত লক্ষ্যহীনভাবে, যদৃচ্ছভাবে এবং সম্পূর্ণ আকস্মিকভাবে পরস্পর মিলিত হয়ে জগতের উৎপত্তি ঘটিয়েছে।

**সমালোচনা (Criticism) :**

(১) চার্বাকদের স্বভাববাদ গ্রহণযোগ্য হতে পারে না। বস্তুর অন্তর্নিহিত শক্তিকেই চার্বাকরা 'স্বভাব' বলেছেন। কিন্তু বস্তু এবং তার পরিবর্তনকে প্রত্যক্ষ করা গেলেও বস্তুর অন্তর্নিহিত শক্তিকে প্রত্যক্ষ করা যায় না। 'স্বভাব-নিয়মের' উল্লেখ করে চার্বাকরা তাঁদের প্রত্যক্ষবাদকেই লঙ্ঘন করেছেন। তেমনি আবার, যদৃচ্ছাবাদী চার্বাকদের অনুসরণ করে জগতের সবকিছুকে 'আকস্মিক'রূপে গণ্য করাও যায় না। কোন ঘটনাকে 'আকস্মিক' বলার অর্থ এমন নয় যে, 'ঘটনাটির কারণ নেই', সঠিক অর্থটি হল, 'কারণটা যে কি তা আমাদের এখনো অজানা।' সার কথা হল, জগতের ব্যাখ্যায় কার্যকারণ নিয়মকে অস্বীকার করা যায় না।

(২) চতুর্ভূত সম্পূর্ণ আকস্মিকভাবে পরস্পর মিলিত হয়ে জগতের উৎপত্তি ঘটিয়েছে—যদৃচ্ছাবাদীদের এই অভিমত গ্রহণযোগ্য নয়। এই বৈচিত্র্যময় বিভিন্নতার জগৎ একটি সুশৃঙ্খল ও সুসামঞ্জস্য জগৎ। আকস্মিকতার দ্বারা কখনও শৃঙ্খলা ও সামঞ্জস্য প্রতিষ্ঠিত হতে পারে না। আকস্মিকতার দ্বারা জগতের উৎপত্তি ব্যাখ্যা করতে গেলে একের পর এক আকস্মিকতা স্বীকার করতে হয়, যার ফলে অনাবস্থা দোষ ঘটে। হাইড্রোজেনের দুটি কণা ($H_2$) এবং অক্সিজেনের একটি কণা (O) মিলিত হয়ে জল উৎপন্ন হয়। চার্বাকদের অনুসরণ করে যদি বলা হয়—আকস্মিকভাবে $H_2O$ মিলিত হয়ে জল উৎপন্ন হয়, তা

হলে তা সঠিক ব্যাখ্যা হবে না, কেননা বিশেষ এক চাপ সৃষ্টি না হলে $H_2O$ জলে পরিণত হয় না। এমন ক্ষেত্রে বলতে হয় আকস্মিকভাবে ঐ চাপেরও সৃষ্টি হয়। কিন্তু এতেও জলের উৎপত্তিকে ব্যাখ্যা করা যাবে না, কেননা বিশেষ এক তাপমাত্রা না থাকলে $H_2O$ জলে পরিণত হয় না। কাজেই আবারও বলতে হয়, ঐ তাপও আকস্মিকভাবে দেখা দেয়। এভাবে, $H_2O$ সংযোগে জলের উৎপত্তিকে ব্যাখ্যা করার জন্য ক্রমান্বয়ে আকস্মিকতার উল্লেখ করতে হয়। কাজেই, চার্বাকদের আকস্মিকতাবাদ বা যদৃচ্ছাবাদ চতুর্ভূতের দ্বারা জগতের উৎপত্তিকে ব্যাখ্যা করতে পারে না।

(৩) চতুর্ভূত থেকে উৎপন্ন এ-জগতের সবই জড় এবং জড়ধর্মী—চার্বাকদের এ অভিমতও গ্রহণযোগ্য নয়। জড় (যন্ত্র) এবং জীবের (প্রাণী) মধ্যে মৌলিক পার্থক্য আছে। যন্ত্রের নিজস্ব কোন উদ্দেশ্য নেই, কিন্তু জীবের আছে। যন্ত্র নিজ শক্তিতে চলে না, বাহ্যশক্তির দ্বারা চালিত হয়, কিন্তু জীব নিজ শক্তিতে চলে। যন্ত্রের আত্মরক্ষা-সামর্থ্য, বংশরক্ষা-সামর্থ্য নেই, কিন্তু জীবের আছে। কাজেই জীবকে, জীবধর্মকে, জড়-অতিরিক্তভাবে স্বীকার করতে হয়। তাছাড়া, চার্বাকদের মতে প্রত্যক্ষই একমাত্র প্রমাণ; কিন্তু আমাদের এমন কোন প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা হয়নি যেখানে জড় থেকে, জড়ের মিশ্রণ থেকে, জীবের উৎপত্তি ঘটানো সম্ভব হয়েছে। কাজেই, 'সবই জড়ের বিকৃতি বা পরিণাম', এমন বলা যুক্তিযুক্ত নয়।